ইত্তেফাক

তারিখ 14 MAY 1985
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

স্কুলের লেখাপড়া

স্কুল-শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি দৈনিক পত্রিকায় দীর্ঘ প্রতিবেদন ছাপা হইয়াছে। রিপোর্টটিতে জানা যায়, মহানগরী ঢাকার স্কুলগুলির ৭০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়াশোনা করিতে হয়। স্কুলের শিক্ষা এখন অনেকটাই দায়সারা হইয়া পড়িয়াছে। প্রাইভেট টিউটর রাখা এখন আর ফ্যাশন নয়, স্কুলের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাই এমন যে, স্কুল-শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই ও পাঠ্যবিষয়ের চাপে ও জটিলতায় প্রাইভেট টিউটরের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইতেছে। এজন্য অভিভাবকদের প্রতি মাসে যে বাড়তি খরচের অংকের কথা রিপোর্টটিতে বলা হইয়াছে, এই দুর্দিনে অধিকাংশ অভিভাবকের পক্ষেই তাহা বহন করা রীতিমতো দুরূহ। অথচ বর্তমান স্কুল-শিক্ষাব্যবস্থায় তাহা না করিয়াও উপায় নাই। সব পিতা-মাতাই চান তাঁহাদের ছেলে-মেয়ে লেখাপড়ায় ভালো করুক। সেজন্য নিজেদের যতো অসুবিধাই হউক, স্কুলবয়েসী ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়ে পাঠ্যবই ও পাঠ্যবিষয়ের বোঝার চাপে বিপন্ন বোধ করুক এবং পরীক্ষায় আশানুরূপ ফললাভ হইতে বঞ্চিত হউক ইহা কোনো পিতামাতাই চাহিতে পারেন না। এই অবস্থার মধ্য দিয়া স্কুল পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থায় যে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে এবং ইহা যে শিক্ষা বিস্তার তথা গণশিক্ষার লক্ষ্যকেই ক্রমশ ব্যাহত করিতেছে, আমরা মনে করি, সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

স্কুল-শিক্ষার্থীদের জন্য নোট-বই নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখা হয় নাই যে, সীমিত আয়ের সাধারণ লোকদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে ইহা কতোখানি অসুবিধার সৃষ্টি করিবে। আমাদের দেশের স্কুল-পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত এমন আদর্শ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছে নাই যে স্কুলেই প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে বইয়ের পড়া প্রস্তুত করাইয়া দেওয়া হইবে। অনেক স্কুলেই পড়াশোনার মান সন্তোষজনক নয়। প্রায় প্রতিটি স্কুলেই ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অত্যধিক। একজন শিক্ষকের পক্ষে এতো ছাত্র-ছাত্রীর দিকে সম্যক মনোযোগ দেওয়া যেমন সম্ভব নয় তেমনি তাহাদের পড়াশোনার অগ্রগতি লক্ষ্য করা কিংবা ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে পড়া তৈরী করাইয়া লওয়াও সম্ভব হয় না। ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাধিক্যের কারণেই শিক্ষকদের সহিত শিক্ষার্থীদের সব সময়ই একটা দূরত্ব থাকিয়া যাইতেছে। এদিকে পাঠ্যবিষয় যেমন জটিল বইয়ের বোঝাও তেমনি বিপুল। স্কুলের লেখাপড়ার মধ্য দিয়া কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পক্ষে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কেবল দুরূহই নয়, প্রায় অসম্ভব। ফলে শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের মনে লেখাপড়ায় আনন্দের পরিবর্তে ক্রমাগত ভীতিরই সঞ্চার করিতেছে। এক্ষেত্রে কেবল স্কুলের ক্লাস অনুসরণ করিয়া এই দুরূহ ও জটিল পাঠ্যসূচী সম্বলিত বইয়ের বোঝার কঠিন বিদ্যা আয়ত্ত করা কয়জন শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব তাহাও ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য, স্কুলের লেখাপড়াই শিক্ষার্থীদের জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শিক্ষকরাই মানুষ গড়ার কারিগর। সব উন্নত সমাজেই শিক্ষকদের জন্য উন্নত পরিবেশ ও সচ্ছল জীবন যাপনেরও ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কারণ স্কুল-শিক্ষার ভিতর দিয়াই শিক্ষার ভিত রচিত হয়। কিন্তু সেখানেই যদি গোঁজামিল থাকিয়া যায় এবং কোমলমতি শিক্ষার্থীরা যদি পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থার চাপে এভাবে হিমসিম খাইতে থাকে, তাহা হইলে তাহা গোটা শিক্ষাব্যবস্থার জন্যই হইবে অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ। মনে রাখিতে হইবে আমাদের মতো দেশে কয়জন অভিভাবক স্কুলের খরচের পর আবার প্রাইভেট টিউটরের খরচ বহন করিতে পারেন? বিপুল সংখ্যক লোকের স্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠানো কিংবা বইখাতা কেনারই সামর্থ্য নাই। এ অবস্থায় স্কুল-শিক্ষাকে এভাবে ব্যয়বহুল এবং মানোন্নয়নের নামে কেবলই দুরূহ করিয়া তুলিলে সাধারণের জন্য শিক্ষার পথই রুদ্ধ হইবে। শিক্ষার সুযোগ থাকিবে কেবল কতিপয় ভাগ্যবানদের জন্য। আমরা এজন্য শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি, পাঠ্যবইয়ের বোঝা কমানো, পাঠ্যবিষয়ের অহেতুক জটিলতা হ্রাস, সহায়ক বইয়ের ব্যবস্থা, প্রয়োজনে প্রতিদিনের ক্লাস রিপোর্ট পাঠানো না হইলে মাসে অন্তত একবার করিয়া প্রগ্রেস রিপোর্ট প্রদান, ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা কমানো, প্রয়োজনে স্কুলে একাধিক শিফট চালু করা ও নূতন নূতন স্কুল স্থাপনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।